দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 MAR 2004
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম

সরকারি ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধের উপক্রম

শিক্ষকরা ইনস্টিটিউট ছেড়ে যাচ্ছেন
অনিশ্চয়তায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী

রিয়াজ চৌধুরী

দেশের সরকারি ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে কোন শিক্ষক নেই। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সকল শিক্ষক-কর্মচারীরা চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানোর ফলে শিক্ষক-কর্মচারিরা তাদের চাকরি না থাকার পরও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের বিশেষ বরাদ্দ থেকে বেতন-ভাতা দেয়া হবে এমন আশ্বাস দেয়া হলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না দেখে শিক্ষক-কর্মচারীরা এ অবস্থায় আর কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নন। ফলে সরকারের ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে– এমন আশংকা করেছেন সংশ্লিষ্টরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৮টি পলিটেকনিট ইনস্টিটিউটে কোন শিক্ষক ও কর্মচারির চাকরি নেই। নেই পৃঃ ১২ কঃ ৬

সরকারি ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বেতন-ভাতাও। এর মধ্যেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুরোধে তারা বেতন ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বেতন ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। শিক্ষকরা এসব প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চাকরির আশায় ঘুরছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এদের কাজ চালিয়ে যেতে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, বিশেষ বরাদ্দ থেকে বেতন দেয়া হবে। কিন্তু আট মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো বেতন ভাতা-পাননি শিক্ষক-কর্মচারীরা। বেতন-ভাতা না পেয়ে শিক্ষক-কর্মচারিরা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বেতন-ভাতা না পেয়ে ১৮টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারিরা বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। চাকরি না থাকায় বেতন-ভাতার দাবিতে আন্দোলন বা মামলাও করতে পারছেন না তারা। শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই তারা এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে কথা হলে তারা জানান, এভাবে আর কতদিন বিনা বেতনে কাজ চালিয়ে যেতে পারবো জানি না।

জানা যায়, কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার ১৯৯৭ সালে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়। এ প্রকল্পের অর্থায়নে গোপালগঞ্জ, নরসিংদি, মুন্সীগঞ্জ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাতক্ষীরা, ভোলা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, শেরপুর, পটুয়াখালি, বরগুনাসহ দেশের ১৮টি উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন ভবন তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি ২০টি পুরনো পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকায়নের কাজও শুরু হয় এ প্রকল্পের মাধ্যমে। নিয়োগ করা হয় প্রায় দুই হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। ভর্তি করা হয় ১২ হাজার শিক্ষার্থী। গতবছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। শিক্ষক-কর্মচারিদের নিয়োগপত্রে লেখা ছিল 'প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে নিয়োগপত্রটিই অব্যাহতিপত্র বলে গণ্য হবে'।

প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক হল এবং শিক্ষক-কর্মচারিদের জন্য নেই আবাসিক ভবন। ফলে বেতন না পেয়ে শিক্ষক-কর্মচারিদের ঋণ নিয়ে থাকা-খাওয়া করতে হচ্ছে। কোনমতে সাধারণ ক্লাস চালানো হলেও ব্যবহারিক ক্লাস হচ্ছে না। বাজেট বন্ধ থাকায় ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষক-কর্মচারীদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে তিনি জানান। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে প্রকল্প নিয়ে কথা বললে তারা এ প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়ী করেন।